দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...2.2 DE... 199... ...
পৃঃ ১৫ কলাম ৬......

অর্থনীতির আলোকে

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী

হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্ষতি পরিমাণ বাদ দিলেও ছাত্রছাত্রী বা তাদের অভিভাবকের ক্ষতির পরিমাণ কিন্তু নিতান্ত কম নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার স্তর ভেদে নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরের মোট একক মূল্যের (Total unit cost) ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে বর্তমানের বেকারত্বের যুগে কোন একটি বিশেষ স্তরের শিক্ষা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিলেও ঐ স্তরের শিক্ষার মোট একক মূল্যের কমপক্ষে ৩০ শতাংশ আনবে Opportunity cost এর গুরুত্ব অপরিসীম। তবে শিল্পোন্নত

মোঃ ওয়ালি উল ইসলাম

দেশসমূহে স্তর ভেদে শিক্ষার মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, শিক্ষার স্তর যত উঁচু opportunity cost তত বেশি, শিক্ষার স্তর যত নিচু opportunity cost তত কম এবং শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার একক মূল্যে opportunity cost-এর অংশ শূন্য। এই খানেই শিল্পোন্নত দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য। পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ৫ থেকে ১১ বছরের ছেলে-মেয়েদেরকে কোন কাজ করতে হয় না বা তাদের অভিভাবকদেরকে ঐ বয়সের সন্তানদেরকে পড়াশোনার পরিবর্তে কাজ করানোর কথা চিন্তাও করতে হয় না। ফলে ঐ সব দেশে প্রাথমিক শিক্ষার এক মূল্যে opportunity cost-এর অংশ শূন্য। কিন্তু আমাদের দেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দিকে যদি আমরা নজর দেই তাহলে সম্পূর্ণ অন্য চিত্র দেখতে পাব। এই সমস্ত দেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট সমাজের পিতামাতা, তাদের সন্তানদের বয়স পাঁচ বছর অনেক কম থাকা অবস্থায়ই তাদেরকে কোন না কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে। ফলে তারা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হয় না।

চরিয়ে, কেউ হাঁস-মুরগির তদারক করে, কেউ ডিম-দুধ বাজারে বিক্রি করে অথবা কেউ কেউ আবার তাদের পিতা-মাতার কোলের শিশুটিকে দেখ ভাল করে পিতা-মাতার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে সরাসরি আর্থিকভাবে লাভবান করছে। উপরের উদাহরণগুলো থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আমাদের দেশের দরিদ্র পিতা-মাতা তাদের পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে কোন না কোনভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে আর্থিকভাবে কিছুটা হলেও লাভবান হচ্ছে। অর্থাৎ শিক্ষা-অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার একক মূল্যে oportunity cost যেখানে শূন্য হওয়ার কথা সেখানে আমাদের দেশে ঐ স্তরে শিক্ষার একক মূল্য opportunity cost-এর অংশ মোটেও নগণ্য নয় বরং সেটা যথেষ্ট এবং এই কারণে আমাদের দেশের দরিদ্র পিতা-মাতা oppartunity cost অর্থাৎ তাদের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে পারে না বলেই তারা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হয় না। যা হোক শিক্ষা অর্থনীতির এই তত্ত্বে বিষয়ে সচেতনভাবেই হোক অথবা বাস্তব ক্ষেত্রে দৃশ্যমান সমস্যার সমাধানের জন্য এ্যাডহক ব্যবস্থা হিসাবেই হোক শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী নামে গৃহীত প্রকল্পের অধীনে চিহ্নিত দরিদ্র জনগণের সন্তানরা অধিক হারে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হতে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র পিতা-মাতা শিক্ষার বিনিময়ে তাদের প্রতি সন্তানের জন্য যে ১৫ কেজি বা দুই সন্তানের জন্য ৩০ কেজি খাদ্যশস্য পাচ্ছে- সেটা আর কিছু নয় প্রাথমিক শিক্ষার opportunity cost-এর compenstion বা ক্ষতিপূরণ" নগদ অর্থে অথবা খাদ্যসামগ্রীর আকারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করা গেলে তারা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হবে না, ফলে আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে সরকারের প্রতিশ্রুত নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচী কোনভাবেই

থেকে সমালোচনার ঝড় উঠতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই প্রকল্পের ব্যাপারে এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে, কোন এক সেমিনারে এই প্রকল্পের অপচয় রোধ করার জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন, সত্যিকার অর্থে প্রকল্পটি Conceptually খুবই Sound কিন্তু এর পরিচালন প্রক্রিয়ার Delivery System অর্থাৎ উপকরণ বিতরণ ব্যবস্থা এতটাই ত্রুটিপূর্ণ যে অপচয়ের পরিমাণ খুবই বেশি। এই প্রকল্পের অধীনে দরিদ্র ছাত্রদেরকে মাসিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে খাদ্যশস্য প্রদানের যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে- সেটা এতই অদক্ষ যে ভুক্তভোগী ছাত্র তার প্রাপ্য খাদ্যশস্যের অনেকটা থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সেই বিখ্যাত উক্তির কথাই মনে পড়ে যায়—"চাটার দলে সব চেটে খেয়ে ফেলছে"। এই প্রকল্পের অপচয় রোধকল্পে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রতি মাসে প্রদেয় ১৫ কেজি খাদ্যশস্যের পরিবর্তে ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্যের মূল্য হিসাবে সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা হারে স্টাইপেন্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থা শিক্ষাখাতে অন্য একটি প্রকল্পে (মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের স্টাইপেন্ড প্রকল্প) বেশ কিছু দিন ধরে সারা দেশে পরিচালিত হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের স্টাইপেন্ড প্রকল্পের ন্যায় ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত দুস্থ ছাত্রদেরকে অথবা তাদের অভিভাবকদেরকে একই পদ্ধতিতে স্টাইপেন্ড প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। অবশ্য এই ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয় এবং এই ব্যবস্থার মাধ্যমেও অপচয় সম্পূর্ণ বন্ধ হবে না। এই নিবন্ধের প্রথমের দিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান বাজার অর্থনীতির যুগে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও দুর্নীতিগ্রস্ত সামাজিক কাঠামোতে বিতরণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত করা যাবে না বিধায় অপচয় থাকবেই।